রঙ্গিনী

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য এক টাকা মাত্র

রঞ্জিনী

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ

প্রণীত।

সন ১৩০৯।

উৎসর্গ

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা বসু

প্রীতিভাজনাসু

কবিতা-কমলবনে
মোরা দোঁহে ফুল্লমনে
করিতাম খেলা ;
গাঁথিয়া দিয়েছি হার
সোহাগের উপহার
কৈশোরের বেলা !

স্মৃতি আজ দূরে দূরে
স্বপনের মত ঘুরে
চঞ্চল পবনে ;
তোমার হৃদয়-নীরে
তোলে না কি উর্ম্মি ধীরে
অতি সঙ্গোপনে ?

রঞ্জিয়া অতীত ছায়া
ভালবাসা স্নেহ মায়া
দিতেছি আবার ;
হৃদয়-মুকুর খুলে
দেখিবে কি ম্লান ধূলে
প্রতিবিম্ব তার !

সূচী

সূচী

সূচী

রঙ্গিনী

তুমি মোর মানস-রঙ্গিনী !
পারি না আঁকিতে মূরতি নবীন,
ছিন্ন-ভিন্ন তুলি, পূর্ণা বিমলিনী,
বিবিধ বরণে
কিরণে হিরণে
চাই সাজাইতে
তোরে, লো সঙ্গিনী !

হে আমার মানস-রঙ্গিনী!
হাসিতে অশ্রুতে ডুবায়ে তুলিকা
ফুটায়ে তুলেছি স্বপন-কলিকা;
কোনটা ফুটেছে,
কোনটা টুটেছে
সরমে মরমে,
যেন কলঙ্কিনী!

তবু তুমি মানস-রঙ্গিনী!—
আঁধার হৃদয়ে কনক দেউটী,
কভু মিটিমিটি, কভু উঠ ফুটি;
জীবন থাকিতে
দিব না নিভিতে!—
আমি যে পিয়াসী;
তুমি তরঙ্গিনী!

রঙ্গিনী

গো আমার মানস-রঙ্গিনী !
ছিনু যবে ধ্যানে, পাষাণী, তোমার,
খোলা পেয়ে মোর হৃদয়-দুয়ার,
কি খেলার ছলে
গেলে তুমি চলে
বিশ্বের মাঝারে,
অনন্তরঙ্গিনী !

ছিলে তুমি আমারি রঙ্গিনী !
আজ তুমি ব্যাপ্ত সারা বিশ্বময় ;
দেখে প্রাণে মোর জাগিয়াছে ভয়,
মরীচিকা-ঘোরে
হারাই বা তোরে,
ওই তৃষাতুরা
বন-কুরঙ্গিনী !

তবু তুমি আমারি রঙ্গিনী !
জানি আমি তোরে, ওরে পলাতক.
ফিরিবি আবার আলয়ে একক ;
সন্ধ্যার আঁধারে
মোহিয়া আমারে
বাজিয়া উঠিবে
সহসা শিঞ্জিনী !

প্রভাতী

ঘুমন্ত অলস আঁখি
মেলিয়া
দেখিনু দিগন্ত পানে
চাহিয়া,—

নীল গিরি-ভালে
সাজি মণিমালে
ঊষা আসে ধীর পদে
হাসিয়া ;
দেখিতে দিগন্ত পানে
চাহিয়া !

সহসা প্রভাত-স্নিগ্ধ
পরশে
জাগিয়া উঠিল ধরা
হরষে !

উঠে কলতান
বিহগের গান,

—

জাগিয়া উঠিল ধরা
হরষে ;
হৃদয় মোহন শোভা
দরশে ;
সহসা প্রভাতস্নিগ্ধ
পরশে !

তরল চপল চল
পবনে
কে যেন জানায়ে গেল
স্বপনে

মধুর উষায়
তরু-লতিকায়
ফলফুল বিকাশিছে
গোপনে,

নিভৃত নীরব কুঞ্জ-
ভবনে ;
তরল চপলচল
পবনে ।

হৃদয় ঘুমায়ে ছিল
নিভৃতে,
সহসা উঠিল জাগি
চকিতে !

কি মোহেতে ভুলে
সংসারের কূলে
মিছে সাধ খেলা-ঘর
বাঁধিতে,

কখন স্বপন হবে
ভাঙ্গিতে ;
তখন কেবল হবে
কাঁদিতে !

শতাব্দীর বিদায়

জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন উনিশ শতাব্দী,

লইবে বিদায় ?

আজন্ম তোমারি কোলে লালিত পালিত

সোহাগে মায়ায় !

তাই বড় কাঁদে প্রাণ ছাড়িতে তোমারে,
হে বিশ্বজননী,
থাক থাক ক্ষণকাল, পোহা'ল যদিও
তোমার রজনী !

সুবিশাল অঙ্কে তব অগণ্য প্রাণীর
উদয়, বিলয় ;
নিত্য নব নব ভাবে রাখিতে ভরিয়া
বিশ্ব-রঙ্গালয় !

আনিয়াছ কত শুভ, প্রমোদের মেলা,
শান্তি নিরাময় ;
কাঁদায়েছ, সাথে সাথে কেঁদেছ আপনি
ফিরি বিশ্বময় !

ভারতের সূর্য্য যবে গেল অস্তাচলে,
অন্ধকার জানি'
তুমি মোদের রাখি গেলে ভবনে ভবনে
জ্ঞান-দীপ আনি।

মোহান্ধ নয়নে তাই দেখেছি ক্ষণেক
উষার আলোক,
বুঝি আর নাই বুঝি, পড়েছি অসীমে
মহত্ত্বের শ্লোক!

দিয়েছ অনেক মোরে, করি প্রণিপাত,
ক্ষণেক দাঁড়াও;
বিদায়ের শেষদিনে অশ্রু-উপহার
ঘরে লয়ে যাও!

বারেক কল্যাণ-করে দিয়ে যাও বাঁটি
অন্তিম প্রসাদ ;
নীরবে মুছায়ে অশ্রু ক'রে যাও মোরে
শেষ আশীর্ব্বাদ

শতাব্দীর আগমনী

বিশ্বমন্দিরের দ্বারে, শুন, শঙ্খ বাজে ;
অবসাদ অক্ষমতা মরিতেছে লাজে !
প্রভাতের পাখী সব তুলেছে আনন্দ রব,
শতাব্দীর দীপ্ত সূর্য্য উঠেছে গগনে ;
ডাকিতেছে নবোৎসাহে সুষুপ্তি-মগনে !

গাছে গাছে আজ যেন রাশি রাশি ফুল,
আজ যেন সমীরণো হরষে আকুল!
সাগর ভূধর যত তারাও উৎসবে রত,
হে মানব, জেনো তুমি সবার উপরে;
তুমি আজ সেনাপতি বিশ্বের সমরে!

আলোকি অম্বরতল বৈজয়ন্তী রথে
কে যেন আসিছে নামি মরতের পথে!
দেখি না চিনি না তারে, ঢাকা সবি অন্ধকারে,
মাণিক মুকুট শুধু জ্বলে তার মাথে;
নবোৎসাহ গড়াইছে কিরণসম্পাতে!

ভয়ে ভয়ে করিতেছি তোমারে আহ্বান;
হে অজ্ঞাত, ক্ষণতরে কর চক্ষুষ্মাণ!
দেখি, কি এনেছ সাথে; কি আশীষ লব মাথে;
কি অসাধ্য তব বরে হইবে সাধন;
কোন্ দুঃখ, কোন্ দৈন্য হইবে মোচন?

পুরাতন রেখে গেল অনেক জঞ্জাল,
তুমি কি করিবে বল, হে নব ভূপাল !
তোমার রাজত্ব সাথে হবে না কি তব হাতে
বিশাল বিশ্বের এক অভাব খণ্ডন,—
ভারতের ভাগ্যচক্রে শুভ আবর্ত্তন।

জিজ্ঞাসা।

হে বিশ্বজননী, তব সুখময় গেহে
কি মহা আনন্দোৎসব ? পালিতেছ স্নেহে
আপন সন্তানগণে ! নির্ঝরের মত
তোমার করুণাধারা বহিছে নিয়ত

তপ্ত ধরণীর বুকে উষায় সন্ধ্যায়।
তোমার সে মহোৎসব বিশ্বের সভায়
ফুটি উঠে রসে গন্ধে হরিতে হিরণে
সদ্যস্নাত মঙ্গলের প্রথম কিরণে।
উষা যে প্রকাশে রূপ, উৎসী যে ছটা,
ওই মহা উৎসবেরি এক বিন্দু ঘটা!
সিন্ধু যে উচ্ছ্বাস তোলে, কুঞ্জ ভরে ডালি,
তটিনী তরঙ্গ তুলি দেয় করতালি,
পাখীরা যে ছন্দ রটে, নাচে যে অটবী,
ও বিশ্বরূপেরি এক ক্ষুদ্রতম ছবি।

•

সেই বিশ্বমহিমার উদ্বোধন গান
প্রভাতে জাগায়ে তোলে লক্ষকোটী প্রাণ!
হৃদয়ে হৃদয়ে উঠে কর্ম্মের উচ্ছ্বাস,
সংসার জাগিয়া উঠে ল'য়ে আশা-ত্রাস।

তব শুভ হস্তখানি ধ্রুবতারাবৎ
ইঙ্গিতে দেখায়ে দেয় সুপথ কুপথ

শেষে বাজে বিশ্বযন্ত্রে কর্মক্লান্ত সুর,
ধীরে ধীরে আসে শান্তি অলস-মধুর ;
ধূসর অঞ্চল দিয়ে শ্যামল সন্ধ্যায়
নীরবে ব্যজন কর তাপিত ধরায়
স্নেহময়ী মা'র মত ! ঘুমায় নীরবে
ধরণী তোমার কোলে। রহিয়াছে যবে
মায়ের জগতে এত সুখের আশ্বাস,
তবে কেন বিশ্বমাঝে এত হা হুতাশ;

বিশ্বের বিরোধ-বহ্নি অন্তরে অন্তরে
বহি দহি চলিয়াছে যুগ যুগান্তরে !

কে আনিল অমঙ্গল সোণার সংসারে ?
পূর্ণ সুখ না ভুঞ্জিতে, তূর্ণ হাহাকারে
ফুটে অপূর্ণতা ! বিশ্বমাতা, স্নিগ্ধকোল
আছ পাতি, তবু কেন রোদনের রোল ?

অনন্ত

কত যুগ যুগান্তর আসে আর যায়,
কেহ তার কূল-মূল খুঁজি নাহি পায়
মহাকালস্রোতে; রাত্রি আসে দিবাশেষে,
ছয় ঋতু আসে যায় নব নব বেশে!

পূর্ণ করি বিচিত্রতা আলোকে আঁধারে
কে যেন পাঠায় তরী মর্ত্ত্যের দুয়ারে,
বিশ্বের বাণিজ্যে ; ধূলার কাঙ্গাল মোরা,
কেমনে করিব ভেদ ভয়ঙ্করী ঘোরা
অসীম রহস্যমায়া ! অনন্তের পিছে
অহর্নিশ কালচক্র ঘুরিছে ফিরিছে
কোন্ মহা লক্ষ্য-আশে ; সরলা তটিনী
কি আশায় চিরদিন সাগরগামিনী ;

কোন সাধ, কোন্ স্মৃতি জাগাইয়া বুকে
দামিনী ছুটিয়া যায় মদমত্ত সুখে
আপনারি অন্তপানে ;

কিসের সন্ধানে

হুহু রবে ছুটিতেছে অনন্তে বাতাস
কি যাতনা বক্ষে লয়ে করিছে হুতাশ;
কে বুঝে সে মর্ম্মগান ? বাজে কোন্ সুর,
বিশ্বযন্ত্রে চিরমৌন মঙ্গলমধুর
কি সঙ্গীতধারা !

আজি আমি আত্মহারা !
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত সুষুপ্ত ধরণী
শিহরে দক্ষিণ বায়ে, বাসন্তী রজনী
হাসিছে শিয়রে বসি ; ও কি শুধু হাসি ?
। ও কোন অমরীর অশ্রু-মুক্তারাশি,—
অমৃত ধরার ?

মনে উঠে বারবার

শত প্রশ্ন, জানিবারে অজ্ঞেয় বারতা,
কে ভাঙ্গিবে মোর কাছে গূঢ় জটিলতা
আরাম-শয়নে সুখে ঘুমায় জগত,
অন্ধ আমি, অন্ধকারে খুঁজিতেছি পথ ·

প্রার্থনা

পাষাণের বক্ষবাহী নির্ঝরের মত
জীবনের স্রোত ধীরে বয় ;
কে জানে কোথায় কোন্ মরুভূ-প্রান্তরে
শেষ বিন্দু হ'য়ে যাবে লয়।

১

হাসি' খেলি মনসুখে, ভাবিনা কখনো
জীবনের সেই অবসান ;
কি করেছি এতদিনে যাত্রার সম্বল,
কার বলে পাব পরিত্রাণ।

কয়জন তাপিতের অশ্রু মুছায়েছি,
পতিতেরে করেছি উদ্ধার ;
কয়জন অনাথেরে দিয়েছি আশ্রয়
করিয়াছি চির আপনার !

মোহের রঙিন্ পথে ভ্রমিতেছি শুধু
স্বার্থভার বহি ল'য়ে শিরে ;
কোন্ পথে চলিয়াছি, ফিরে নাহি চাই,
ডুবিছি কি অনন্ত তিমিরে ?

একি হায় পরিতাপ, বিশ্বপতি পদে
অর্ঘ্যখানি দিতে যবে আসি,
তাও দেখি স্বার্থভরা মলিন বাসনা,
ধরণীর আবর্জ্জনারাশি !

ওহে নাথ, কর শুধু এই আশীর্ব্বাদ,—
অর্ঘ্য যবে আনিব চরণে,
ধূলি-মাটী তাহা হ'তে পড়ে যেন খসি
তোমার ও নামটী স্মরণে।

কৃতজ্ঞতা

আনিয়াছ কল্পকুঞ্জে
যে আনন্দ ডাকি,
যে বিশ্বসৌন্দর্য্য মাঝে
ফুটায়েছ আঁখি ;

যে রূপে করেছ পূর্ণ
হৃদি-সিংহাসন,
যে শঙ্কটে যোগায়েছ
লজ্জার বসন ;

যে উৎস বহালে প্রাণে
করুণা ঢালিয়া,
যে আঁধারে ধ্রুবজ্যোতি
রেখেছ জ্বালিয়া ;

•

যে বিঘ্নে করিছ পার
বরষ বরষ,
যে যত্নে রাখিছ পূর্ণ
কর্ত্তব্য-কলস !—

সে সব করুণা স্মরি
আজি ক্ষণে ক্ষণে
জল শুধু ভরি আসে
দু'খানি নয়নে !

প্রত্যাখ্যাত।

রুগ্ন ভগ্ন দেহখানি, অবসন্ন মন,
তাই মোর কুঞ্জে নাই মোহন গুঞ্জন,
বিচিত্র ললিত তান! সুমধুর বীণা
বুঝি অভিমানভরে আজি উদাসীনা।

আকুল আহ্বানে। কেন পারি না সাধিতে
জীবন রাগিনীখানি ; পারি না বাঁধিতে
ছিন্ন তন্ত্রীগুলি ; তবে, গেছে কি সুদিন ?
ফোটে না জোটে না তাই নিতুই নবীন
মাধবীর পুষ্পভার ; পরিমলঢালা,
আর নাহি হয় গাঁথা দেবতার মালা ;
চম্পক-অঙ্গুলি দিয়া কাঁটা-কীট বাছি
কেহ নাহি আসে আর নিতে মালাগাছি !
কেন দেবী, অসময়ে যেতেছ ফেলিয়া
অকূল পাথারে ! আজো যায় নি চলিয়া
জীবন-বসন্ত মম ; কোকিলকূজন
এখনো জাগায় প্রাণে বসন্ত-বন্দন ;
যখন বিরলে থাকি সুপ্তির মাঝারে,
হেরি ও অপূর্ব্ব রূপ, অন্তরের দ্বারে
বিজলীর মত আসি চঞ্চল ছটায়
সহসা আঘাত করে ; শুনি পায় পায়

মিশে যায় দূরান্তরে নূপুরের ধ্বনি !
চমকি জাগিয়া দেখি, ঘুমায় অবনী ;
অঙ্গনে পড়িয়া আছে একখানি হার—
সে যে মোর তব লাগি গাঁথা উপহার !

বসন্ত-গাথা

বসন্ত আসিল ওই সাজি ফলফুলে,
গাঁথিতে নবীন মালা আমি গেছি ভুলে ;
চারিদিকে মুহু মুহু কুহু কুহু তান,
আমারি বীণার মাঝে নাহি আজ প্রাণ।

বসন্ত এনেছে সাথে মৃতসঞ্জীবনী,
আমারি হারায়ে গেছে আজ স্পর্শমণি ;
চারিধারে হাসি-খেলা, উচ্ছ্বাস বিকাস,
মেঘে ভরা আজ বুঝি আমারি আকাশ।

বসন্ত দিয়েছে আজ আগুন যৌবনে,
দীপ্তি নিভে গেছে শুধু আমারি ভবনে;
প্রাণে প্রাণে উঠিয়াছে তরঙ্গ তুফান,
সাড়া নাহি দেয় আজ আমারি পরাণ।

•

বসন্ত আসিল আজ পরি নব বেশ,
আমারি সুধার পাত্র হয়েছে নিঃশেষ ;
ফুলে ফুলে ভ্রমরের মধুমাখা স্তব,
আমারি নিকুঞ্জখানি নিঝুম নীরব।

হৃদয়-মন্দির মোর কে দিবে সাজায়ে,
অন্তরের রুদ্ধ যন্ত্র কে দিবে বাজায়ে ;
হে বসন্ত, কণামাত্র দাও ও বৈভব,
অন্তরে বাহিরে হোক আনন্দ-উৎসব !

বসন্তের প্রতি পিক

আসিয়াছি আমি, প্রভু,
তোমার আহ্বানে,
মৃতসঞ্জীবনী-সুধা
মিশাইয়া তানে !

কি যেন কুহকে আজ
বক্ষের দুয়ারে
উচ্ছ্বসি উঠিছে ধ্বনি
আনন্দের ভারে।

কুজ্ঝটী সরায়ে ধীরে
ওই দিল দেখা
তব রবিকিরণের
বৈজয়ন্তী রেখা

দ্রুতপদে ম্লানমুখে
কম্পিত হিয়ায়
প্রাচীনা হিমানী হের,
মাগিছে বিদায়।

উড়ায়ে উত্তরী পীত,

হরিৎ পতাকা,

মুক্ত করি মনোগামী

স্বপনের পাখা।

নেমে এস ঋতুরাজ

মলয়-বাহনে ;

অরাজক মর্ত্ত্যপুরী

তোমার বিহনে !

•

—পরশের মাঝে নাই

শিহরণ লেশ ;

বচনে জড়িমা নাই,

নয়নে আবেশ !

দাও আজি কলফুলে
ভরি শত ডালা ;
গাঁথা হোক্ ঘরে ঘরে
প্রিয়-তরে মালা

হে কিশোর, এস তবে
উদাস প্রবাসে
মধুর মধুর করি
হাস্যে রসে বাসে !

•

কুহু মোর বিশ্বজয়ী
তব বরে, নাথ,
বল আজ কোথা হবে
আনন্দ-উৎপাত ?

কোথায় জ্বালা'ব বহ্নি

তুলিব তুফান ;

কোন্ দিক বিজয়েতে

যাবে মোর গান ?

নববর্ষ

নিরমল শান্ত স্নিগ্ধ উষার আলোকে
জাগিয়া দেখিনু হৃদি-প্রান্তরে ঝলকে
প্রদীপ্ত কিরণ কার,—দিব্য মহিমার
প্রসন্ন প্রসাদ সম ! পুলকে আমার
সর্ব্বাঙ্গ উঠিল নাচি ; শুধাইনু হাসি,—
কে তুমি নবীন পান্থ দাঁড়াইলে আসি

জীর্ণ শীর্ণ অন্ধকার কুটীরের দ্বারে
আনন্দ আশ্বাস আশা ল'য়ে ভারে ভারে ?--
শুনিনু উত্তর,—আমি বিশ্বের অতিথি,
আমারে বরিয়া লহ,-- দিব সুখ, প্রীতি
নব ভাবে পূর্ণ করি ; হায়-হাহাকারে
সাথী র'ব বর্ষ তরে !—এ যে চারিধারে
হাসি-কান্না পাশাপাশি ! নাহি যায় বুঝা,--
কে দিতেছে শাপ মোরে, কে দিতেছে পূজা !

দুইবোন

এক বৃন্তে ফোটা দুটি শুভ্র যূঁই ফুল;
কিম্বা রমণীর কর্ণে হীরকের দুল!
স্তব্ধ সরসীর বক্ষে কমলের কুঁড়ি,
তারি শোভা দুটি বোন্ করিয়াছে চুরি!
অমানিশা-অন্ধকার হৃদয়-অম্বরে,
পাশাপাশি দুটি তারা ঝল্‌মল্ করে!

উষার আলোকে দীপ্ত নিহারের হার
কোথা হ'তে পড়িল রে জীবনে আমার
অনুপম সুষমাব দিব্য ছবিখানি
নিয়েছি হৃদয় পেতে বিধি কৃপা মানি।
বাধিতে সংসার-পথে উদাসীন প্রাণ
মানবের গৃহে শিশু দেবতার দান !
উহাদেরি মুখে পড়ি প্রীতিপুলকিতা,—
আমার জীবন-কাব্যে যুগল কবিতা !

জন্মতিথির আশীর্ব্বাদ

নিরমল পারিজাত-পরিমল হ'তে
লভিয়া জনম, বাছা, এসেছ মরতে !
অপূর্ণ-অভাবময় জননীর প্রাণে
বহাইলে স্নিগ্ধধারা স্বর্গ-সুধা দানে।
দীপ্তিহীন সুপ্তিলীন দীন গৃহখানি
আলো করি, পূর্ণ করি এলে যবে, রাণী,

সে সুলগ্নে উঠেছিল কি সুখ-লহরী ;
নেচেছিল কি উচ্ছ্বাসে জীবনের তরী।
বরষের পরিচয় ধরা সনে তব,
লীলাখেলা এরি মাঝে কত নব নব।
তুমি মা ত্রিদিব-ছবি দুঃখময় ভবে ;
বেঁচে থাক, সুখী হও, সুখী কর সবে !
বাজিছে মঙ্গল সুর হৃদয়ের বীণে,
কল্যাণী, আশীষ মম লও জন্মদিনে।

উদ্ভিদের স্তব

হে শ্যামল শালশ্রেণী, গলাগলি ধরি
কি স্বপ্নে দাঁড়ায়ে আছ দিবা-বিভাবরী
আমি জানি তোমাদের ব্রতের নিয়ম,
ভুঞ্জিয়াছি সে করুণা স্নিগ্ধ মহোত্তম ;
রচিয়াছ দীর্ঘ ছায়া পথিকের তরে !
ধূলিচ্ছন্ন তপ্ত মাঠ খররৌদ্রকরে

ধূ ধূ করে চারিপাশে ;—তোমাদের ছায়ে
জুড়াইতে আসি তাই ক্ষণ ক্ষণ বারে।
করুণ মর্ম্মর লয়ে সোহাগে সুধীরে
একান্তে শুশ্রূষা করি সুপ্ত আত্মাটিরে
জাগায়ে মাতায়ে তোল ; মধুর মর্ম্মরে
আমারি লুকান' কথা গাহ স্নেহভরে !
শুনিবারে ভালবাসি, নিত্য আসি তাই,
কত সুখস্মৃতি লয়ে ঘরে ফিরে যাই।

দূরাকাঙ্খা

সুদীর্ঘ বাঁশের ঝাড় ঊর্দ্ধে তুলি শির
দেখেছিল কবে যেন নিস্তব্ধ গম্ভীর
উদার নীলিম শোভা! ঊষায় সন্ধ্যায়
যে অম্বরে প্রতিদিন আলোকে ছায়ায়
নব নব আনন্দের হয় আয়োজন!
বুঝি শুনেছিল সেথা বীণার স্বনন

নাহি যার শব্দ ছন্দ ! কি শকতি লভি
উঠেছিল স্পর্শিবারে সেই মায়া-ছবি !
মূঢ় যবে দেখেছিল প্রাণপণ উঠি
বহু ঊর্দ্ধে হাসে শূন্য পরিহাস-হাসি,
সেই দণ্ডে চূর্ণ কার দর্প-গর্ব্বরাশি
উন্নত উদ্ধত শির পড়েনি কি লুটি' !
না তাহার বাড়িতেছে মোহান্ধ দুরাশ,
প্রতিদিন যতই সে হতেছে নিরাশ ?

অনিত্যতা

শুধু দু'দিনের তরে বুঝি হাসি-খেলা,
সংসারের এই সব প্রমোদের মেলা,—
ভেঙ্গে যাবে দুই দণ্ডে ; স্নেহের বন্ধন
ছিঁড়িবে পলকে ; শ্লথ হবে আলিঙ্গন !
প্রিয়জন পরিজন স্নেহ-মুখরাজি
এ সকলি দু'দিনের মায়া-ছায়াবাজি !

মানবের জ্ঞানদর্প, মানের গৌরব
পড়ে থাকে ; জাগে শুধু সুনাম-সৌরভ,
সুকৃতির পুরস্কার ; সাধনার ফল ;
আড়ম্বর অভিমান সকলি বিফল
অসার সংসারে ; এখানে উদয় লয়
নিত্য দেখি, নিত্য ভুলি ; হয় না প্রত্যয়।
সকলেরি যেতে হবে কিছু আগে পরে
সেই শেষ এক মহামিলনের তরে।

হরিষে বিষাদ

হৃদয় প্লাবিয়া উঠে বিষাদের ছায়া ;
মনে হয়, সবি স্বপ্ন, সবি শুধু মায়া !
বিধাতার রাজ্যে হেন উৎসব-কৌতুক,
মোর হিয়া কাঁদি উঠে স্মরি কোন দুখ !
ভাসে চাঁদ ঢল ঢল নির্ম্মল আকাশে ;
করবীর গন্ধ আসে দক্ষিণ বাতাসে ;

নদী বয়ে যায় কাছে তুলিয়া লহরী ;
দূর বনে বাজে ঘন উতলা বাঁশরী ;
সোণার নিখিলে এত আনন্দ-সংবাদ,
মোর বক্ষ চাপি শুধু একটি বিষাদ
করিতেছে হা হুতাশ ! হৃদয়ের ধন
তার মুখে রয়েছে কি সাগর মতন
সৌন্দর্য্যের উন্মাদনা ? তবু রে, কি নাই ;
যাহা আছে তাও যেন কখন হারাই !

বিস্মৃতির জয়

স্নেহে আর মোহে গড়া হৃদয়ের ধন
যখন হারায়ে ফেলি, মেলিয়া নয়ন
দেখি চেয়ে, কিছু নাই বিশ্বে কোনখানে;
শুধু দগ্ধ ভগ্ন ঘট স্মৃতির শ্মশানে
হাসে পরিহাস-হাসি! টুটে স্বপ্নজাল,
মুহূর্ত্তে সংসার হয় ভয়াল করাল!

শেষে ধীরে আনমনে কখন কেমনে
দুই বিন্দু অশ্রু দিয়ে সে আপন মনে
দিইরে বিদায় করি।—আবার সংসার
নিয়ে আসে নব নব শুভ সমাচার
মায়ার সুবর্ণ কূলে। ভেসে চলে ধীরে
আশাময় সুখময় কর্ত্তব্যের নীরে।
আবার সকলি ফিরে পাই আপনার;
মাঝে শুধু দু'দিনের মিছে হাহাকার!

সন্তোষ

হে দেবতা, যে প্রসাদ মোরে দিলে বাঁটি,
তাহা ল'য়ে জীবনের বক্রপথ হাঁটি,
এ শকতি মোর নাই! মহাভার বহি
কাঁপিবে না এ জীবন বহি বহি রহি
ক্ষীণ অশ্বত্থের মত। ভাগ্যে, দয়াময়,
দিয়েছিলে সাথে সাথে অমর অক্ষয়
দুর্লভ সন্তোষ-ধন; তাই মোর কাছে
জীবনের সুখ-দুঃখ দূরে পড়ে আছে!

কাশীবাসিনী

জ্ঞানবৃদ্ধ ধর্ম্মরত বিপ্র একজন
ব্রত-হোমে পুণ্য-ধন করিছে অর্জ্জন।
একদা প্রভাতে দ্বারে এল ভিক্ষা লাগি
ম্লেচ্ছ-ভিখারিণী এক ; নিদ্রা হতে জাগি
অপবিত্র মূর্ত্তি হেরি ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ
লয়ে কমণ্ডলুখানি করিলা তাড়ন

ভয়ভীতা রমণীরে। ব্রাহ্মণী কল্যাণী
পতিরে নিবৃত্ত করি, করে ধরি আনি
বসাইলা অনাথারে। পাত্র পূর্ণ করি
যায় ভিখারিণী! বিপ্র উঠে গরজিয়া,—
ছুঁইলি যবনী?—ত্যজ্যা তুই আজ হতে,
যাবৎ না হ'স শুদ্ধ ফিরি পথে পথে
পুণ্য কাশীধামে!— ব্রাহ্মণী কহিলা হাসি,—
পতিপূজা দীনসেবা, তাই মোর কাশী!

বিজয়া

বর্ষব্যাপী আকাঙ্ক্ষার মহা কোলাহল
থেমে গেল তিন দিনে। রুদ্ধ অশ্রুজল
শুধু বিরাজিছে এবে নয়নে নয়নে!
ম্লান ছায়া নেমে এল বিজয়ার সনে।
যবে গৃহে গৃহে আনি শুভ্র হাস্যধারা
প্রথম শরত আসি দিয়েছিল সাড়া,

সেই আগমনী গান ভবনে ভবনে
কি উল্লাস জেগেছিল জননীর মনে ;
বিরহিণী মনোদ্যানে মুদি আঁখিদল
উঠেছিল ফুটি যেন প্রভাত-কমল।
এত সুখ এত আশা হর্ষ-বোধন
হয়ে গেল বিজয়ার সবি বিসর্জ্জন ?
হৃদয়-মণ্ডপ শূন্য, শূন্য চারিপাশ ;
জাগে শুধু প্রাণে প্রাণে বিরহের শ্বাস

পল্লীর লক্ষ্মীপূজা

বিজয়ার আঁখিজল মুছিয়া আঁচলে
নিরিবিলি পল্লী কি রে আজ
গৃহে জ্বালি শুভ বাতি আনন্দে উঠিল মাতি
দূরে ফেলি অবসাদ-সাজ ?
হরষে মেতেছে পল্লী আজ ।

কি উৎসবে এ প্রভাতে শুদ্ধ স্নাত হয়ে
ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মীগণ,
রক্ত চেলীখানি পরা, সীমন্ত সিঁদুরে ভরা,
কার লাগি দেয় আলিপনা ;
হবে আজ কাহার অর্চ্চনা ?

অপূর্ণতা অভাবের হইল কি শেষ ;
ধন-ধান্যে ভরিত ভাণ্ডার ?
দুঃখ-দৈন্য গেল সরে' সুখ-শান্তি এল ঘরে
হুলুধ্বনি তাই বার বার ;
টলেছে আসন কমলার ?

মঙ্গল বাজনা আজি বাজে চরাচরে ;
প্রদোষ কি হইল মধুর ;
দূর সুরপুরে বসি হাসে কোজাগর-শশী,
আজি ধরা হবে ভরপূর !
একি সত্য, না এ স্বপ্ন দূর ?

সত্য সত্য কবে বঙ্গে আসিবে সুদিন,

ঘুচে যাবে অশুভ উৎপাত ;

নিবারিয়া হাহাকার, দেশজোড়া অন্ধকার

কে বলিবে,—পোহা'ল গো রাত,

চেয়ে দেখ, আজি সুপ্রভাত !

ভাইফোঁটা

জন্ম-রহস্যের কূলে একটি ছায়ায়
ফুটিয়াছে দুইটি জীবন ;
তারপরে এক সাথে স্নেহ-অধিকারে
সুমধুর জীবন যাপন ।

এক স্তনধারা দোঁহে করিয়াছে পান,
এক খেলা খেলেছে দুজন ;
এ যে স্নিগ্ধ সুধাপায়ী শোণিতের টান,
এত নহে মিছা আকর্ষণ !

বাল্যের চঞ্চল লীলা যদিও ফুরায়,
বন্ধন ত নহে ঘুচিবার !
হোক্ দূরে,— শৈশবের স্মৃতির মন্দিরে
ভাই-বোনে চির একাকার !

সেথা আর কারো কিছু নাহি অধিকার,
বিশ্বের সে পুণ্য তীর্থ মাঝে,
সেথা শুধু আপনার হৃদয়-প্রতাপে
ভ্রাতা আর ভগিনী বিরাজে !

সে পবিত্র বন্ধনের স্মৃতিটি জাগায়ে,
পূজা দিতে চরণে তাহার,
তাই বুঝি বঙ্গগৃহে হয় বর্ষে বর্ষে
ভাইফোঁটা,—মঙ্গল আচার !

জন্মভূমি

শৈশবের লীলাভূমি,
সুখের আলয়,
আজ আর তোর সাথে নাই পরিচয়!
এই ত সে পথ বাঁকা, দীঘীখানি ঝোপে ঢাকা,
হেমন্তের শ্যাম মাঠ
পীত শস্যময়;
আজ আর তোর সাথে নাই পরিচয়!

শৈশবের স্বর্ণভূমি,
সুখের ভবন,
আজ কেন তোর তরে ঝরিছে নয়ন ?
আম্রমুকুলের গন্ধ উদাস করিছে প্রাণ
কোন্ অতীতের গান
গাহিছে পবন ;
আজ কেন তোর তরে ঝরিছে নয়ন ?

শৈশবের লীলাভূমি,
জননী আমার,
মনে পড়ে তোরি কথা আজি বারবার
এখনো সহাস্য মুখে ধরিয়া রয়েছ মনে
সেই সুখ, সেই হাসি,
সেই অত্যাচার ;
মনে পড়ে তোরি কথা আজি বারবার

শৈশবের স্বপ্নভূমি,
মধুর আশ্রম
আজিকে সেদিন ব'লে হয় কেন ভ্রম?
সারাদিন হ'ত খেলা;— ঘরে ফিরে সন্ধ্যাবেলা
দিদিমার রূপকথা
ছিল যে নিয়ম;
আজিকে সেদিন ব'লে হয় কেন ভ্রম?

শৈশবের লীলাভূমি,
আনন্দ-আবাস,
সে দিনের মত আজি স্নেহ-হাসি হাস্!
দিয়েছিলি ভরি বুক যে শুভ, সুকৃতি, সুখ,
দ্যাখ তার কিছু নাই,
আছে হা হুতাশ;
সে দিনের মত আজি স্নেহ-হাসি হাস্!

শৈশবের রঙ্গভূমি,
পুণ্য গৃহখান,
ফিরেছি তোমারি বুকে আবার, কল্যাণী!
এসেছি তোমার ছায়ে শ্রান্ত প্রাণে, ক্লান্ত কায়ে,
জপ' মোর কাণে ধীরে
সোহাগের বাণী;
ফিরেছি তোমারি বুকে আবার, কল্যাণী!

বঙ্গজননী

আমার জনমভূমি,
অভাগিনী মাগো !
আর ঘুমায়ো না তুমি,
জাগো, স্নেহে জাগো !
শত কবি গান গায়, অর্ঘ্য দেয় তব পায়,
আজন্ম দিতেছে ভরি অঞ্জলি অঞ্জলি !
সেই সব স্তব-স্তুতি বিফল সকলি ?

দুঃখিনী জননী, ও গো
বিষাদ-প্রতিমা,
ভাসাবে কি অশ্রুজলে
তোমার মহিমা ?
চারিদিকে শুন সব আনন্দ-উৎসাহ-রব,
তুমি একা বসে আছ, ধূলিবিমলিনা ;
হে আমার জন্মভূমি, অভাগিনী দীনা !

•

হে আমার জন্মভূমি,
পতিতা, তাপিতা,
মুখে তব অন্ন নাই, •

ঘরে ঘরে, মা তোমার, উঠে শুধু হাহাকার,
তুমি হাসিতেছ বসি, চির উদাসিনা !
তাই মা, তোমার লাগি বাজে না এ বীণা !

তাই ত ধিক্কার উঠে
হৃদয় মাঝার,
মা যাহারে ছেড়ে আছে,
মিছে গর্ব্ব তার !
তাই ছিন্ন হীনবল তোমার সন্তানদল,
নাই শক্তি ভক্তি, নাই মান-অপমান ;
আছে শুধু সভ্যতার লক্ষকোটি ভান !

কবিকাহিনী

চেয়ে আছে মুগ্ধ কবি নিস্তব্ধ আকাশে ;
হইয়াছে চন্দ্রোদয়, সারা বিশ্ব হাস্যময়,
কলধ্বনি বাজিছে বাতাসে ;
নীল পাহাড়ের গায় তারাগুলি হেসে চায়,
অতি দূর আশার মতন !
ফুলগন্ধে কুহুস্বরে পুলকিত স্বপ্নভরে
মুদে আসে কবির নয়ন !

আকুল হৃদয় খোঁজে মানস প্রতিমা;
কোথা খুঁজে জলে স্থলে   নাহি ফুল্ল শতদলে
বিরাজিছে সে মূর্ত্ত মহিমা।
অপরূপ রূপবতী   হোক্ না প্রকৃত সতী,
সে সৌন্দর্য্যে নাহি মাদকতা,
ও যে শুধু ছায়া-মায়া,   নাহি প্রাণ, নাহি কায়া,

হেনকালে খুলি কক্ষ-বাতায়নখানি
নীরব গবাক্ষতলে   কে দাঁড়াল কুতূহলে,
উনি বুঝি লাবণ্যের রাণী?
ঊর্দ্ধ হতে ছুটি ছুটি   জ্যোৎস্না পড়িতেছে লুটি
আলু-থালু হয়ে এলোকেশে;
ভাবে ঢুলু ঢুলু আঁখি,   যেন দু'টি নৈশ পাখী
নীলাম্বরে নিমগ্ন আবেশে।

কবি ধীরে শূন্য হতে ফিরায়ে নয়ন
হেরিল প্রিয়ার মাঝে নব তৃপ্ত শান্তি রাজে,
ফলে সেথা রূপের স্বপন ;
ছিঁড়ি কল্পনার মালা হৃদয়ের অর্ঘ্যডালা
বাঁধি দিল প্রত্যক্ষের পায় ।
খুলিয়া কবির প্রাণ নারীর বন্দনা-গান
ব্যাপ্ত হয়ে পড়িল ধরায় ।

বাস্তব ও কল্পনা

কবির কল্পনা-সৃষ্ট যাদু কাব্যকলা,
কে বলে সংসার ছাড়া ? নিখিল-শৃঙ্খলা,
এও মহাকবি-সৃষ্টি ! অতি অতুলন
ধেয়ানধারণাতীত সে সৌন্দর্য্য-ধন
কবির সম্মুখে দেয় ভাণ্ডার খুলিয়া
অসম্ভব কামনার কুহকে ভুলিয়া

সে কল্পনা কাঁদি ফিরে ব্যর্থ নিশি জাগি,
সেও বাস্তবের দ্বারে লয় ভিক্ষা মাগি
কামাফলখানি প্রাতে! আমি স্থির জানি,
দিকে দিকে বহু সুখ বহু তৃপ্তি আনি
শুভ সফলতা-ধন সদা হাস্যমুখে
জাগিছে প্রেমের মত শ্যামলার বুকে!
বাস্তব মিটায় যত অদ্ভুত বাসনা,
কল্পনা কখনো তার করে কি কল্পনা!

স্বপ্নসুন্দরী

সুপ্তি-মরুমাঝে এ কি মায়ামরীচিকা,
আঁধার রহস্যে এ কি স্বর্গদীপশিখা ?
যত ভূত-ভবিষ্যৎ মানসের ছায়া
সহসা দেয় কি দেখা ধরি দিব্য কায়া ?
ব্যবধান অন্তরাল হরি' কি কুহকে
দূরত্বেরে কাছে আনে আঁখির পলকে !

স্বর্গ মর্ত্ত্য হয়ে যায় পলে একাকার,
নিমেষে শুকায়ে যায় বিচ্ছেদ-পাথার!
কে তুমি ছলনাময়ী, আত্মা-সহচরী,
নিদ্রার সমুদ্রে তুলি চেতনা-লহরী
ভাসায়ে দিয়েছ তব মায়ার তরণী!
সে মোহে আকাশ স্তব্ধ—বিস্মিত ধরণী
হাসি-কান্না, স্নেহে মোহে অপূর্ব্ব মিলন,
সজীব রাখিছে নিত্য দুর্ব্বহ জীবন।

মিলন

বিজলী মেঘের কোলে ঝাঁপিল বদন,-
অমনি অমৃত-নদে জাগিল প্লাবন !
প্রবল প্রচণ্ড শত লহরীপ্রপাত
দুইটী বক্ষের তটে করিল আঘাত !
অপরূপ আকর্ষণে ছিঁড়িয়া বাঁধন
সবেগে করিতে চায় কোথা পলায়ন
শিরা-উপশিরাগুলি ! প্রফুল্ল প্রভাতে
মিলিল দুইটী প্রাণ অবাধে অজ্ঞাতে !

মিশিয়া দোঁহার উষ্ণ নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস
মৌনে জানাইল সেই সুখের আভাস ;
মূরছি পড়িল হিয়া দেহের দুয়ারে !
মিলন-দেবতা দূর সুখ-পারাবারে
চলিল ভাসায়ে ল'য়ে ! সেইদিন হ'তে
যুগল জীবন-তরী ভাসে মায়া-স্রোতে !

প্রেম প্রতিহত

(চিত্রদর্শনে)

প্রেম-দেব, সর’ সর’ ; কেন সারাবেলা
তরুণ হৃদয় ল’য়ে নিদারুণ খেলা ?
ছলনার জাল পাতি ত্রিভুবন মাঝে
বসে আছ, হে মায়াবী, মনোহর-সাজে
ভুলাতে পরের মন ! তোমারে, ঠাকুর,
কে না জানে স্বর্গে মর্ত্ত্যে, কপট, নিঠুর,
দূরে থেকে পূজা লও। তব আগমনে
ওই যে সরলা বালা কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে,—

তোমার কুহক-স্পর্শ লাগে পাছে প্রাণে !
ওরে ব্যাধি, ল'য়ে তাপ যেও না ওখানে ·
তরুণী করেছে আজ দুর্জ্জয় সাহস,
কিছুতে তোমার মন্ত্রে মানিবে না বশ !
বৃথা হানি 'সম্মোহন' করে ফিরে চাও,
আজ তুমি প্রতিহত ; যাও, সরে যাও !

প্রেম জয়ী

(চিত্রদর্শনে)

বিশাল রাজত্ব তব এই ত্রিভুবন ;
প্রবল প্রতাপশালী সুর-নর-মন
পদানত চিরকাল ! না করি বিচার
রমণী পুরুষ কিংবা বিধান আচার
ফির' জয়ধ্বজা বহি সর্ব্বত্র সতত ;
হে মোহন, হে কঠিন, রহিয়াছ রত
জর্জ্জরিতে বিশ্ব হিয়া বিঁধি 'সম্মোহনে' !
স্পর্দ্ধা যদি জাগি উঠে কভু কারো মনে,

অমনি সে প্রাণে জ্বাল' তুষানল-দাহ ;
সুপ্ত বুকে বহাইয়া বিষের প্রবাহ
তবে ক্ষান্ত হও, জয়ী ! ছাড়ি লাজ-ভয়
তাই বুঝি নিত্য নিত্য অবাধ্য হৃদয়
দলে দলে করিতেছে বশ্যতা স্বীকার ;
মুক্তকণ্ঠে তব জয় করিছে প্রচার !

নিবারণ

সুধায়ো না আর,—কেন এ হৃদি অবোধ
বাঁধিয়া রেখেছি শুধু আশার ছলনে;
এ জীবন-তটিনীরে করিয়া নিরোধ
মিশিতে দিইনি কেন সাগরের সনে!
রবি শশী যদি আর না উঠে অম্বরে,
অন্ধকার আসে যদি করিবারে গ্রাস,
তবু এই জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস
জানিতে পাবে না কেহ নিমেষের তরে।

সুধায়ো না আর, —আকুল অধীর মন
শত সাধ পায়ে ঠেলি কেন নিরন্তর
রাখিয়াছে আপনারে করি সঙ্গোপন!
শত প্রশ্নে যার, সখা, পাওনি উত্তর,
অদৃষ্টের পাতে, হের, প্রত্যুত্তর তারি,...
সুধায়ো না আর; আমি তোমারি, তোমারি!

ছাড়াছাড়ি

ছাড়াছাড়ি, তাই যদি হবে দু'জনার,
ভেঙ্গে যাবে জীবনের সুখের স্বপন;
জিয়ন্তে সমাধি হবে আশার তৃষার,
কেন মিছে হা হুতাশে জীবন যাপন!
এস না নিকটে তবে বাড়াতে পিপাসা,
বাসনার হুতাশনে দিও না ইন্ধন;
থাক্ দূরে হৃদয়ের অতৃপ্ত দুরাশা,
ছিন্ন হোক্, ছাই হোক্ প্রাণের বন্ধন!

প্রণয়-সাগরে উঠি মোহের উচ্ছ্বাস
ভাঙ্গিতে চাহিবে যবে হৃদয়ের কূল,
প্রাণপণে রুদ্ধ করি দিও তার শ্বাস,
শুকাইবে ধীরে ধীরে বাসনার মূল !
তাই যদি ?···দুজনায় হবে ছাড়াছাড়ি,
ত্যজ, সখা, অভিমান ; মুছ' আঁখিবারি !

শাপান্তে

অভিশাপতাপমুক্ত দুষ্মন্ত যখন
দেখিল মানবশিশু করে আস্ফালন
নির্ভীক অন্তরে সিংহশাবকের সনে,
সহসা সে শকুন্তলা পড়িল স্মরণে;
জ্বলিছে শিশুর মুখে সে রূপের শিখা;
তরুণ ললাটে ভাতে রাজ-ললাটিকা!

আপনার প্রতিরূপ হেরি শিশুমুখে
বিস্মিত ব্যাকুল রাজা বিসাদে ও সুখে!
হাসে বিদ্রূপের হাসি দেববালাগণ;
দিকে দিকে প্রতিধ্বনি বহিল পবন,—
কোথা আজি তব প্রিয়া, হে মূঢ় রাজন্,
বিনা দোষে অবিচারে করেছ বর্জ্জন
সেই সতী প্রতিমারে।—নত শির সনে
রাজগর্ব্ব লুটে আজ প্রীতির চরণে!

অর্জ্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদা

যখন ছিলাম মুগ্ধ কর্ত্তব্যের মাঝে,
ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ল'য়ে সংসারের কাজে
সদা নিমগন, অভাব-অপূর্ণ-গাথা,
পড়ি নাই প্রেম-গ্রন্থে উলটিয়া পাতা!
কতই গরবে করি আপনারে জয়
সরল অমল স্নিগ্ধ একটি হৃদয়

তুলেছিনু গড়ি! কি জানি কি মন্ত্রবলে
ভাঙ্গি সব বাধা-বন্ধ কি ছলে, কৌশলে
পশিলে অন্তর-গেহে ; করুণ কোমল
নয়ন দুখানি তব হরিল সকল
মোর আপনার যত ! বসি দূর পারে
আজ গাঁথিতেছি মালা নয়ন-আসারে ;
তুমি মোর জীবনের অকূল পাথার ;
কেমনে হইব পার, জানি না সাঁতার !

উত্তরার বৈধব্য

কুরুক্ষেত্রে বয়েছিল যে অন্ধ ঝটিকা,
তার ঘূর্ণিপাকে পড়ি একটি বালিকা
অকালে হারাল তার জীবনের মণি ;—
অন্ধকার হ'য়ে গেল সংসার অমনি !
করুণ তরুণ মূর্ত্তি খেলাধূলা ছাড়ি
সেইক্ষণে আপনারে জানিল ভিখারী

জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে ! চূর্ণ করি বীণা,
খেলার পুতুল ফেলি ভূষণবিহীনা,
দাঁড়াল বিধবাবেশে ! নাই চপলতা,
নাই অশ্রু-হাহাকার ; মর্ম্মাহতা লতা
দাঁড়ায়ে রহিল শুধু স্নেহ-মন্ত্রবলে
বিশ্ব-গহনের কোণে, অন্ধকার তলে !
অসম্পূর্ণ জীবনের আশাসাধগুলি
সংসারের পদতলে হ'য়ে গেছে ধূলি ।

রতিবিলাপ

কোথা তারা, ওমা তারা, কর শেষ, কর শেষ
অভাগীর নিষ্ফল জীবন !—
কৈলাসের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনি কাঁদি কাঁদি
ছড়াইল রতির রোদন।

গভীর বিষাদসম ঘননীল মেঘরাশি
নেমে এল মাথার উপরে ;
তরুপত্রে লতাকুঞ্জে তপ্ত শোক-ইতিহাস
রটি গেল কাতর মর্ম্মরে!

অনুতাপবিদ্ধ ভোলা, ধক্ ধক্ ত্রিলোচন
বেদনায় করে ছল ছল ;
করুণার প্রতিমূর্ত্তি মহেশ-মোহিনী মৌনে
ফেলিছেন তপ্ত অশ্রুজল।

কোথা তারা, ওমা তারা,—উঠে পুন হাহাকার,
শোন, মাগো, মোদের কাহিনী—
নিভৃত প্রমোদবাসে ছিনু সুখে দুই জন,
হাসি জানি, কাঁদিতে শিখি নি!

অমরার বহিঃপ্রান্তে আছে যে অপূর্ব্ব দেশ
প্রকৃতির স্বহস্ত রচনা,
স্বর্গ নয়, মর্ত্ত্য নয়; দ্যুলোক ভূলোক মাঝে
কোথা তার হয় না তুলনা।

অরুণ সারথি যবে সাজায়ে আনিত রথ,
সূর্য্যদেব, যাত্রার প্রভাতে,
সেখানের স্বর্ণাচলে তপ-সন্ধ্যা সাঙ্গ করি'
ধাইতেন দিবার পশ্চাতে।

সেই হিরণ্ময় শৃঙ্গে রাখিতাম শয্যা পাতি—
শ্রান্ত সুর-অতিথির তরে,
প্রিয়াসনে নিশানাথ নৈশ মৃগয়ায় ফিরি
বিরাম লভিতা ক্ষণতরে।

এত সুখ সহিল না, এ আনন্দ দহিল বা,—
তাই, দেবী, কাড়ি নিলে সব;
লও তবে আরো কিছু—অভাগীর এ জীবন,
শান্ত হোক হাহাকার রব।

কচের প্রতি দেবযানী

নিরাশ হুতাশ মাঝে জাগায়ে কামনা
হৃদয়ের স্তরে স্তরে
যে গরল সদা ঝরে,
কি তৃষায় পুষি তাহা, জেনেও জান না!

\

হৃদয়-কারায় বন্ধ অগ্যত কামনা!
সতত সরমভরে
মরমে গুমরি মরে ;
সে গোপন অবসান কে করে গণনা!

রোগে শোকে সুখে দুখে সহস্র বদনে
আমার অন্তর মাঝে
কি যে এক সুর বাজে,
নিজেই বুঝি না তাহা, বুঝাব কেমনে ?

"কেন?"—সুধাইছ তাই? জেগেছে বিস্ময়?—
আছে যে রহস্যজাল
চিরতরে অন্তরাল,—
বুঝিতে এসেছ সেই নারীর হৃদয়!

কি হবে দেখিয়া বল ভিখারী বাসনা ?
আপন মহত্ত্ব লয়ে
আছ তুমি মত্ত হ'য়ে,
তুমি কি বুঝিবে সখা, বাসনা, বেদনা !

নির্ব্বাসিতা সীতা

উত্তরিল রথ যবে ভাগিরথীপারে,
লক্ষ্মণ করুণকণ্ঠে কহিলা সীতারে
রামের কঠিন আজ্ঞা। মূর্চ্ছিলা না সীতা
সামান্যা নারীর মত; সাধ্বী শুচিস্মিতা

পড়িলা না মহা দুঃখে ভাঙ্গিয়া গলিয়া ;
ক্ষণতরে সতীগর্ব্বে উঠিলা জ্বলিয়া
নিরপরাধিনী শুধু ! কহিলা লক্ষ্মণে,—
আপনার মন্দভাগ্য, জেনো, নাহি গণে
নির্ব্বাসিতা সীতা। ভাবিতেছি শুধু মনে—
ধর্ম্ম কি সহিবে, হায়, আজি অকারণে
রাজহস্তে অপমান ? সে অমূল্য ধন,
দেবেন্দ্রদুর্ল্লভ, নিমেষের অযতন
সহে না যে তার ; যশে নাহি ক্রীত হয় ;
বলে নাহি হারে ; রাজদণ্ডে তারি ক্ষয় ?
—এত কহি নীরবিলা। ফিরে এল প্রাণে
আত্মবিস্মৃতার ভাব ; পতিপদধ্যানে
সকলি ডুবিয়া গেল ; স্মিত চন্দ্রাননে
বীণা-বিনিন্দিত-কণ্ঠে কহিলা লক্ষ্মণে—
রাজ-আজ্ঞা, ভ্রাতৃ-আজ্ঞা করেছ পালন,
ধন্য তুমি !—যাও ফিরে নগরে এখন ;

কর্ত্তব্যে রহিও স্থির, করি আশীর্ব্বাদ।
কেন লজ্জানত? তোমার কি অপরাধ?
শ্বশ্রূ ভ্রাতা সকলেরে প্রবোধিও, বীর;
ব'লো আদ্যপ্রপদে দীনা জানকীর
এই নিবেদন,—রাজা তিনি, তিনি স্বামী;
তাঁর কিছু নাহি দোষ; অভাগিনী আমি!
শুনেছি অনলে স্বর্ণ ধরে উজ্জ্বলতা;
স্বর্ণ নহি,—ঘুচিল না নিন্দা-মলিনতা;
কিন্তু না হইনু ছাই! তাঁহার সন্তান
ধরেছি যে গর্ভে আমি, যদি থাকে প্রাণ,
পিতৃগুণে বিমণ্ডিয়া তুলিব বাছারে।
আর এক কথা আছে, বলিও তাঁহারে—
সাধিব দুশ্চর তপ ল'য়ে মনস্কাম,
জন্মে জন্মে পতি যেন হ'ন মোর রাম!—
এত বলি নীরবিলা রঘুকুলেশ্বরী
ছিন্নতন্ত্রী বীণাসম! শূন্য তটোপরি

অস্ত গেল সন্ধ্যা-সূর্য্য। মুছিয়া নয়ন,
ফিরিলা পশ্চাতে রাখি', শোকার্ত্ত লক্ষ্মণ,
স্তব্ধ ব্যোম, স্থির নদী, উদাস অটবী,—
মাঝে তার, একখানি জ্যোতির্ম্ময়ী ছবি!

তপোবন-গিরি

(দেওঘর—বৈদ্যনাথ)

নিবিড় অরণ্যমাঝে শৈল-তপোবন ;
আম্র, শাল, নানাজাতি বনস্পতিগণ
পাদমূলে দাঁড়াইয়া প্রহরীর মত
প্রহরা দিতেছে যেন সভয়ে নিয়ত

প্রশান্ত আশ্রম! গিরিবক্ষে স্তরে স্তরে
রচিত তাপস-গৃহ সুন্দর প্রস্তরে।
পাহাড়ের সানুদেশে দাঁড়ায়ে ক্ষণিক
দেখিনু, প্রভাত-সূর্য্য করে ঝিক্‌মিক্;
পাষাণের সুপ্তবক্ষে তরুণ কিরণ
উঁকি-ঝুঁকি চেয়ে ধীরে ছাইল গগন।
নবীন নির্ম্মল প্রাতে উচ্ছ্বসিত মনে
বনহরিণীর মত চপল চরণে
উঠিলাম শৈলপথে। বসি গিরিশিরে,
সুগম্ভীর স্তব্ধতার সুস্নিগ্ধ সমীরে
শৃঙ্খলবন্ধনমুক্ত পক্ষিণীর মত
লভিনু বিমল সুখ! মনে হ'ল কত
পৌরাণিক স্মৃতি—এই কি সে তপোবন
নির্ব্বাসিত করেছিল যেখানে লক্ষ্মণ
লক্ষ্মীসমা বৈদেহীরে? কোথা মহামুনি
বাল্মিকীর পবিত্র আশ্রম? নাহি শুনি

কেন ঋষিকুমারের কলকণ্ঠস্বরে
সেই সামগান,—নির্ভীক পুলকভরে
বিহগেরা প্রতিধ্বনি করে তার সনে ?
বহি চলে শান্তিধারা প্রভাত পবনে ?
কই, ঢাকি তনুলতা বল্কল-বসনে,
পুষ্পাধার লয়ে করে কুসুমচয়নে
করুণ সরল মূর্ত্তি ঋষির কুমারী
চঞ্চল গমনে চলে ; কমণ্ডলুবারি
তরু-আলবালে কেহ সিঞ্চিছে যতনে ?
অদূরে বহিয়া যায় কল কল স্বনে
রজত ধারার মত তমসা তটিনী ?
পূর্ণকুম্ভ কক্ষে লয়ে তাপস-গৃহিনী
আর্দ্রবাসে গৃহে আসে ? বসি ঋষিগণ,
হোম লাগি আয়োজন করিতেছে কেহ,
বিভূতিভূষিত ভাল, স্নাত শুদ্ধ দেহ ?

সেই সব পূণ্যময় বরণীয় দিন
কোন্ মহাকালগর্ভে হয়ে গেছে লীন।
লুকায়েছে কোথা সেই অতুল বৈভব
ভারতের? এবে সেই লীলাভূমি সব
দৈত্য দানবের! অতীতের পুণ্যফল
স্মরিয়া ঝরিছে শুধু নয়নের জল!

হারানিধির উদ্দেশে

যৌবন-বসন্তে নহে,
কৈশোর-স্বপনপথে,—
স্বর্গের সৌরভে ভোর
ধায় বালা মনোরথে !

অমরা-মালঞ্চে গিয়ে
এদিক্ ওদিক্ ঘুরি ;
পারিজাত হ'তে আনে
পরিমল করি' চুরি !

আদরে যতনে তারে
বক্ষোমাঝে রেখেছিল ;
একদা আঁধারে, হায়,
চোরা-ধন চোরে নিল !

বাঁধিতে নারিল তোরে
সহস্র মায়ার ডোর ?
সিঁদটী কাটিয়া প্রাণে
পালাইলি, ওরে চোর !

দেবপুরে সুরাঙ্গনা
স্নেহময়ী কে সে, হায়,
ডাকিয়া লইল তোরে
আপনার স্নেহ-ছায় !

মুগ্ধ কুরঙ্গের মত
শুনি কি সে বংশীরব,
তারি গৃহে বন্দী হয়ে
ভুলিলি ধরার সব ?

তাই সেথা বসি বসি
হাস' যবে মধু হাসি,
আমাদের বুকে লাগে
সে হাসি-তরঙ্গরাশি !

শান্তির শীতল কোলে
সেথাও কি খেলা হয় ?
না, সেথা আনন্দভরে
সবাই ঘুমায়ে রয় !

নবজাত

এখনো ভাঙেনি বুঝি ওর ঘুমঘোর;
নিমীলিত আঁখি মেলি
হাসে, কাঁদে, করে কেলি;
এখনো ত্রিদিব-স্বপ্ন হয় নাই ভোর!

দেবতার শুভদৃষ্টি সদা জাগরূক;
তাই বুঝি নিশিদিন
আঁখি-তারা শূন্যে লীন,
তাই এত পুণ্য-লীলা, রহস্য কৌতুক

সৃজনের মহাস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া
শুভ্র, পূত, নিরমল,
কোথা হ'তে এলি বল্‌
লভিতে সংসারবন্ধ সাধিয়া হাসিয়া ?

কি অদ্ভূত জগতের জীব-জন্মধারা !
ক্ষুদ্র শিশু, সেও কবে
সহসা মানুষ হবে,
অসীম জগত মাঝে হয়ে যাবে হারা !

এই হাসি-কান্না লয়ে কঠোর সংসারে
চলিবে কর্ত্তব্য সাথে
বাধা বিঘ্ন ল'য়ে মাথে
জীর্ণ তরণীর মত তরঙ্গ মাঝারে !

এ জগতে আনাগোনা, মুক্তি ও বন্ধন,—
হেরিয়া শিশুর ছবি
ভাবে সব মুগ্ধ কবি ;
শেষে ভাবে,—সবি বুঝি মায়ার স্বপন।

না, না ; এ ত নহে মায়া, এ যে সত্য সার ;
বিশ্ব-যন্ত্রে যাঁর বলে
ভাঙ্গা-গড়া নিত্য চলে,
এ তাঁরি মঙ্গল লীলা অনন্ত অপার।

আমি স্নেহ-পাগলিনী, যুক্তিতত্ত্ব-হারা,
বুকে রাখি হৃদিধনে
ভাবি শুধু স্ফীত মনে,—
ত্রিভুবনে সুখী কেবা আছে মোর পারা।

উষসী

ধরণীর কোলাহল
অবসান-প্রায় ;
দিবসের কাজ যত সাঙ্গ আজিকার মত,
রাখালেরা ধেনু ল'য়ে
গৃহপানে ধায় ;
বিহগেরা ডাকি বলে,—
বেলা যায়, বেলা যায় !

ভরা গাঙ্গে তরীখানি
তীর-বেগে ধায় ;
তট তারে কি আহ্বানে ডেকেছে আপন পানে,
ধায় তরী সেই টানে
ধূসর সন্ধ্যায় ?
তট তারে ডাকি বলে—
কাছে আয়, কাছে আয় !

চক্রবাক্ লুকাইবে
এখনি কোথায় !
চক্রবাকী বসে বসে সে কাহিনী বুঝি ঘোষে
আপনারে লুপ্ত করি
বিরহী-মায়ায় !
তা'র স্বরে ফুটে উঠে—
বেলা যায়, বেলা যায়!

রূপসী উষসী ওই
আসে পায় পায় ;
ধূসর গম্ভীর মূর্ত্তি, আলো-ছায়া পায় স্ফূর্ত্তি,
স্নেহ-প্রেমে মাখামাখি
শ্যামাঞ্চল ছায় ;
ডাকছে কোলের বীণা—
কাছে আয়, কাছে আয় !

দিবসের ক্ষীণ আলো
মাগিছে বিদায় ;
করি' স্নিগ্ধ মনোলোভ, দিবার অন্তিম শোভা
শান্তি আনে চরাচরে
রক্তিম আভায় ;
আলোকের কণ্ঠে বাজে—
বেলা যায়, বেলা যায় ।

শ্রান্তি শান্তি অবসান,
চারিদিকে ভায় ;
ছুটিতনা কর্ম্মের কাছে প্রাণ অবসর যাচে
নিস্তব্ধ শ্যামল সাঁঝে,
নীরব ভাষায় ;
হৃদয়ে কে যেন ডাকে—
কাছে আয়, কাছে আয় ।

সমস্যা

হাসিছে স্বন্দর শশী নীলাম্বর মাঝে ;
মিটি মিটি চাহিতেছে
তারাদল লাজে ;
মেঘমুক্ত নিরমল বিশাল আকাশতল
থই থই করিতেছে সাগরের প্রায় ;
শুকতার দিব্য আভা
নভে শোভা পায়।

দাঁড়ায়ে ধরার বুকে নিস্পন্দ নীরব
সারি সারি তরুরাজি
গিরি দরী সব ;
ব্যাপি দূর দূরান্তর বিছান' প্রান্তর পর
শস্পশয্যা,—প্রকৃতির শয়নের ছবি !
তারি মাঝে ভাবরাজ্যে
জেগে আছে কবি।

ঝিল্লীর ঝঙ্কারে উঠি কলকণ্ঠস্বর
তালে তালে আঘাতিছে
সুপ্ত বক্ষোপর ;
কল্পনা হরষে সারা, হয়ে গেছে দিশাহারা,
ফোট'-ফোট' হয়ে আজ ফুটিছে না হায় ;
ধীরে আসি সরে যায়
লাজে পায় পায় !

হাসিয়া উঠিছে বিশ্ব বিমল কিরণে ;
ক্ষুদ্র হৃদ উর্দ্ধে ছুটে
মহা আকর্ষণে !
হেরিয়া মায়ের কোল ভক্তিভরে উতরোল
সন্তান অঞ্জলি পূরি পূজা দিতে যায়
স্নেহবতী জ্যোতিম্মতী
মহিমার পায় !

এ নিশীথে প্রকৃতির হাস্যলীলা মাঝে
তারো হাসি মুখখানি
হৃদয়ে বিরাজে ;
একদিকে প্রিয়-প্রীতি, অন্যদিকে ভক্তি-স্মৃতি,
এক সঙ্গে উথলিয়া দুইটি সাগর
আঘাত করিছে যেন
হৃদয়ের পর !

মাথায় এনেছি বয়ে ভক্তিঅর্ঘ্যভার,
বক্ষে ধরি আনিয়াছি
প্রেম-উপহার ;
কিন্তু নাহি যায় বুঝা, কারে আগে দিই পূজা,
দু'জনাই বাঞ্ছিত এ ক্ষুদ্র জীবনের,
কারে ফেলি কারে পূজি,
কি বিষম ফের !

হতাশের উক্তি

আর মোরে চাহ না এখন !
দূরে যাই, কাছে থাকি, দেখেও দেখে না আঁখি;
শ্রান্ত আজ তব প্রাণ মন;
পূর্ণিমায় লেগেছে গ্রহণ !

সেদিন কি বুঝ নাই, বালা,
প্রেমেরো কুসুম, হায়, অনাদরে ঝরে যায় ;
তবে কেন ভরেছিলে ডালা,
কেন এই কণ্ঠে দিলে মালা ?

আপনাতে ছিলাম আপনি,
যেমন সহস্র লোক লয়ে সুখ দুঃখ শোক
এ সংসারে সাজায় বিপণী,
বাহে স্রোতে বাণিজ্য-তরণী !

এ পরাণে ছিল না দুরাশ ;
ছিল না মলয় মন্দ, সঙ্গীত, কবিতা ছন্দ,
কে বুঝিত পূর্ণিমার হাস,
কে জানিত বসন্ত-বিলাস ?

তব দয়া, ভোলা যায় তা কি ?
পাই নাই কভু যাহা, দিয়ে যদি নিবে তাহা,
কেন দীনে রত্ন দিলে ডাকি,
জন্মান্ধের ফুটাইলে আঁখি ?

ভরা বাদলে

নামিয়াছে গাঢ় হয়ে বর্ষার বাদল ;
বনে শিখিপাল
ধ্বনে করতাল ;
গগনে অশনি ঘন বাজায় মাদল !

ছুটিতেছে মেঘমালা ছাইয়া আকাশ,
হায় শশী, তারা
কোথা হ'ল হারা,
চৌদিকে এ কার হেন উতলা উচ্ছ্বাস ?

কেহ নাহি, শুধু বায়ু ফেলিছে নিঃশ্বাস;
শূন্যতার ছায়া,
স্তব্ধতার মায়া
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হয়েছে প্রকাশ।

ডাকিছে দাহুরী সরে প্রহরে প্রহরে;
চোখে ঘুম নাই,
শুনিতেছে তাই,
পরাণ বিকল করে সে উদাস স্বরে!

বিষম দুর্য্যোগ আজ অন্তরে বাহিরে ;
এ বিরহী হিয়া
উঠে শিহরিয়া,
বর্ষার বিলাপ শুনি ভাসে আঁখিনীরে!

শেফালিকা

উষায় বরষি অশ্রু শিশিরের জলে
কি দুঃখে ঝরিয়া পড় ধরাপদতলে ;
উদ্ভিদ্-বালিকা,
তুই শেফালিকা !

কেন জেগে বসে থাক রজনীর শেষে
শুদ্ধ স্নাত শুভ শুভ্র বিধবার বেশে ;
মুখে নাই ভাষা,
বুকে নাই আশা !

যুঁই বেল গন্ধরাজ আর যত ফুল
ফোটে যবে, পড়ে যায় বনে হুলুস্থুল ;
পথিকের আঁখি
লয় তারা ডাকি !

প্রাণ-মনোলোভা সেই ফুল্ল ফুলগুলি
প্রিয়-জনে সাজাইতে আনে সবে তুলি' ;
প্রণয়-পূজার
তারা উপহার !

তুমিও ত ফুটে থাক আপনার মনে
মধু হ'তে মিষ্ট হয়ে সৌরভে বরণে ;
কিন্তু তোর, বালা,
রূপে নাই জ্বালা !

তোমার সহে না আলো করুণ আঁখিতে,
সরমে লুকাতে চাও ধুলায় মাটিতে ;
বিহীন-গরিমা,
তোমার মহিমা !

আমি ত তোমারে লয়ে ভরি মোর ডালা,
আনমনে গাঁথি ব'সে অকারণে মালা ;
জাগে কত স্মৃতি
তোরে হেরি নিতি !

শৈশবসঙ্গিনী, ওলো মোহিনী আমার,
ভালবাসি ওই রূপ লাজে সুকুমার ;
অদ্ভুত বালিকা,
তুই শেফালিকা !

আশার আলোক

মেঘমুক্ত সুবিমল
ঝলমল নভস্থল ;
মাঝখানে উঠিয়াছে
উজ্জ্বল তপন ;
কিরণের খরবাণে
ধরণীর মর্ম্ম হানে,
ছাড়ে ঘন দীর্ঘশ্বাস
প্রতপ্ত পবন ।

নিদাঘের দ্বিপ্রহরে
দ্বার রুদ্ধ ঘরে ঘরে,
রৌদ্রময়ী রাতি যেন
উদেছে ধরায় !
গৃহকর্ম্ম-অবশেষে
আলু-থালু ক্লান্তবেশে
শিশুরে চাপিয়া বুকে
জননী ঘুমায়।

ভরা রোদে বটতলে
বালক বালিকা দলে
জটলা করিছে বসি
কলকল স্বরে ;
কত আশা নাচে বুকে,
সুখ-হাসি ভাসে মুখে,
আমি দেখিতেছি সব
উদাস অন্তরে।

হেথা মহা ঊর্দ্ধে জেগে
চালায় নিঃশব্দ বেগে
জ্যোতির বিজয়-রথ
অরুণ সারথি ;
বিদ্ধ করি স্তব্ধতারে
কাক ডাকে বারে বারে ;
এ নহে সমাপ্তি শান্তি,
এ নহে বিরতি।

বহুক্ষণ হ'ল ভোর,
তবুও পাখীটী মোর
আঁধার কুলায়ে পড়ি'
লুটায় একাকী !
হে মধ্যাহ্ন-অংশুমালী,
সে আঁধারে আলো জ্বালি
দাঁড়ালে ফুটায়ে আজ
তারি অন্ধ আঁখি।

জ্বাল তবে, জ্বাল জ্বালা;
কণ্ঠে দাও তব মালা,
ললাটে মাথায়ে দাও
বিজয়-বিভূতি;
শিখাও যৌবনব্রত,
আলস্য নৈরাশ যত
একে একে লও তব
অনলে আহুতি!

বিদায়

বিদায়ের নামে উঠে বেদনার বাণী ;
জাগাইয়া তোলে মর্ম্মে অকারণ ত্রাস ;
যারে ভালবাসি, তারে আরো কাছে টানি,
'ছেড়ে নাহি দিব'—বলি দৃঢ় করি পাশ !
তবু যেতে দিতে হয় !—মিছে শুধু ভ্রান্তি ;
রৌদ্রদগ্ধ দিবা যাবে, জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ নিশি,
সুখভরা শান্তি যাবে, দুখভরা ক্লান্তি
অনন্ত কালের নীল অঙ্গে অঙ্গে মিশি !

উষসী আসিছে হেরি' অবসাদভরে,
হে রঙ্গিনী, মাগিতেছ নীরব বিদায়!
সাথে সাথে ঘুরায়েছি প্রান্তরে পাথারে;
স্নিগ্ধ শয্যা পাতি দিব আজিকে তোমায়
শুধু এই ক'র, সখী, দেখা দিও ফিরে
একটী নির্ম্মল প্রাতে এ জীবন-তীরে!